ভোরের কাগজ

তারিখ ... 23 FEB 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

কুমিল্লা বোর্ড ফলাফল স্থগিত হওয়া প্রায় ১৩শ' ছাত্রকে তাদের মূল কলেজ থেকে পরীক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে

নাসির উদ্দিন : কুমিল্লা বোর্ড ১৯৯৭ সালে ফলাফল স্থগিত ও অকৃতকার্য হওয়া প্রায় ১৩০০ ছাত্রকে তাদের মূল কলেজ থেকে ১৯৯৮ সালে পরীক্ষা দিতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। ১৯৯৭ সালে তারা যেসব কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল সেখান থেকে ১৯৯৮ সালে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

১৯৯৭ সালে কুমিল্লা বোর্ড একই রেজিস্ট্রেশনে একাধিক ছাত্র, মেয়াদোত্তীর্ণ রেজিস্ট্রেশন, জাল ও ভুয়া রেজিস্ট্রেশন এবং বহিষ্কারের মেয়াদশেষের আগেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অভিযোগে ৫৬১৯ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত করে। পরবর্তী সময় কাগজগুলো থেকে রেকর্ডপত্র সরবরাহ করা হলে বোর্ড যাচাই-বাছাই করে ২১৬৩ জনের ফলাফল বোর্ড প্রথম দফায় প্রকাশ করে। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বোর্ড কয়েক দফা যাচাই করে কলেজ পরিবর্তনকারী ১২৮১ জন্য ছাত্রের ফলাফল প্রকাশ করে।

বর্তমানে কলেজগুলো থেকে কোনো রেকর্ডপত্র সরবরাহ না করায় ১৬৫ জন পরীক্ষার্থীর বৈধতা যাচাই করা যায়নি বলে এদের, ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। এছাড়া একই রেজিস্ট্রেশনে একাধিক ছাত্র অংশ নেওয়ায় ৯৯জন মেয়াদোত্তীর্ণ রেজিস্ট্রেশনে ৮জন অনুপস্থিত ৩৮ জন বহিষ্কৃত ৪জন, রেজিস্ট্রেশন নম্বরে গরমিলের কারণে ৩২ জন এবং জাল রেজিস্ট্রেশনের কারণে ২৯ জনের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়।

কুমিল্লা বোর্ড ফলাফল স্থগিতকৃত এই ২৭৫ জনের মধ্যে যাদের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে সেসব ছাত্রের মধ্যে যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদের মূল কলেজে গিয়ে পরীক্ষা দিতে বলেছে। ঘোষিত ছাত্রদের মধ্যে প্রায় ৫০০ ছাত্র অকৃতকার্য হয়েছে। এসব ছাত্রকে তাদের পুরোনো কলেজ অর্থাৎ যে কলেজে প্রথম ভর্তি হয়েছিল সেসব কলেজে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। এ ব্যাপারে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর আবদুর রহিম জানান, ঐসব কলেজকে চিঠি দিয়ে বলা হবে ওরা যেন তাদের পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করে।